36

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 14 JUN 1998

পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

সরকারি স্কুল নেই সাড়ে ৫ হাজার গ্রামে, ১১ হাজার শিক্ষকের পদ শূন্য

॥ রাশেদ আহমেদ ॥

১০ হাজার ৯শ' ৫৭টি শিক্ষকের পদ শূন্য রেখেই চলছে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো। দেশের ৫ হাজার ৬শ' ৯৩টি গ্রামে কোন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের হিসেব অনুযায়ী এখনো সারাদেশে ১৮ হাজার ৭শ' ৭৮টি বিদ্যালয়ের ন্যূনতম প্রয়োজন রয়েছে।

অধিদপ্তরের সূত্র জানায়, সারাদেশে অবস্থিত ৩০ হাজার ৯শ' ৯টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩ হাজার ১৩টি প্রধান শিক্ষকের পদ এবং ৭ হাজার ৯শ' ৪৪টি সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য। সব মিলিয়ে শিক্ষকের শূন্য পদের সংখ্যা ১০ হাজার ৯শ' ৫৭টি। সূত্র জানায়, অনেক বিদ্যালয়ই ২/৩ জন শিক্ষক দিয়ে চালানো হচ্ছে। এতে বিদ্যালয়গুলোতে অধ্যয়নরত শত শত শিশু-কিশোরের প্রয়োজনীয় শিক্ষাদান ব্যাহত হচ্ছে। শিক্ষকের অতিরিক্ত ক্লাস নিতে হওয়ায় তারা মনোযোগী হতে পারেন না কোন ক্লাসেই, বিষয়টি শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে জানানো হয়েছে। শিক্ষা অধিদপ্তরের জরিপ অনুযায়ী ৫টি বিভাগের মধ্যে চট্টগ্রাম বিভাগেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকের শূন্য পদের সংখ্যা বেশি। এই বিভাগে ৯ হাজার ৮৪টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২ হাজার ৫শ' ১৫টি সহকারী শিক্ষকের পদ ও ৯শ'টি প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য। ঢাকা বিভাগে ৮ হাজার ৮শ' ২৫টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে

পদ শূন্য ঃ পৃঃ ১১ কঃ ২

পদ শূন্য ঃ ১১ হাজার শিক্ষকের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষকের পদ শূন্য ২ হাজার ৮শ' ২৫টি। এর মধ্যে সহকারী শিক্ষকের ২ হাজার ৬টি ও প্রধান শিক্ষকের পদ ৮শ' ১৯টি শূন্য রয়েছে। রাজশাহী বিভাগে ৫ হাজার ৯শ' সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে শূন্য পদের সংখ্যা ১ হাজার ৯শ' ৯৭টি। এর মধ্যে সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য ১ হাজার ৯শ' ৫৫টি। খুলনা বিভাগে ৪ হাজার ৮৪টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে সহকারী শিক্ষকের পদ ৬শ' ৯৮টি ও ৩শ' ৪৮টি প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। বরিশাল বিভাগে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২ হাজার ৯শ' ৭৫। এর মধ্যে সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য ৭শ' ৭০টি ও প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে ৩শ' ৪টি।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের জরিপ অনুযায়ী সারাদেশে ৫ হাজার ৬শ' ৯৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ১৩ হাজার ৮৫টি স্যাটেলাইট বিদ্যালয় প্রয়োজন। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রয়োজন ঢাকা বিভাগে। এই বিভাগে ১ হাজার ৭শ'-৯৩টি পূর্ণ প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ৩ হাজার ৮শ' ৭৩টি স্যাটেলাইট বিদ্যালয় প্রয়োজন রয়েছে। চট্টগ্রাম বিভাগে প্রয়োজন ১ হাজার ৫শ' ৮৮টি পূর্ণ প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ৩ হাজার ৯শ' ১৬টি স্যাটেলাইট বিদ্যালয়। রাজশাহী বিভাগে ১ হাজার ৫শ' ৮৪টি পূর্ণ প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ৩ হাজার ৮শ' ৯টি স্যাটেলাইট বিদ্যালয় প্রয়োজন। খুলনা ও বরিশাল বিভাগে প্রয়োজন সবচেয়ে কম। খুলনা বিভাগে ৬শ' ৪টি পূর্ণ প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ১ হাজার ১শ' ৩৭টি স্যাটেলাইট বিদ্যালয় এবং বরিশাল বিভাগে ১শ' ২৪টি পূর্ণ বিদ্যালয় ও ৩শ' ৫০টি স্যাটেলাইট বিদ্যালয় প্রয়োজন রয়েছে বলে অধিদপ্তর সূত্র জানিয়েছে।

সূত্র অনুযায়ী, জেলাভিত্তিক হিসেবে সবচেয়ে বেশি বিদ্যালয় দরকার কুমিল্লা জেলায়। এখানে ৩শ' ১টি পূর্ণ বিদ্যালয় ও ৫শ' ৬৯টি স্যাটেলাইট বিদ্যালয় দরকার। দ্বিতীয় ঘাটতি এলাকা ময়মনসিংহ জেলায়। এখানে ২শ' ২৭টি পূর্ণ প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ৪শ' ৩৭টি স্যাটেলাইট বিদ্যালয় দরকার। তৃতীয় দরকার বগুড়ায় ২শ' ১০টি পূর্ণ প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ৩শ' ৭৭টি স্যাটেলাইট বিদ্যালয়। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর আরো জানায়, দেশের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে আগামী কয়েক মাসের মধ্যে কিছু শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হবে। ইতোমধ্যে এ সম্পর্কে পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছে। আগামী ১৫ই জুলাই দরখাস্ত জমা দেয়ার শেষ সময়। ঢাকা মেট্রো এলাকার বিভিন্ন থানা, পার্বত্য জেলার রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান জেলায় ও বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জ ছাড়া সকল থানায় শিক্ষক নিয়োগ করা হবে।

এই শিক্ষক নিয়োগে দরখাস্ত আহ্বানের জন্যে পুরুষের ক্ষেত্রে নিম্নতম যোগ্যতা উচ্চ মাধ্যমিক ও মহিলাদের ক্ষেত্রে মাধ্যমিক পর্যায় ধরা হয়েছে। তবে নিয়োগে স্নাতক ডিগ্রি বা উচ্চ শিক্ষা অগ্রাধিকার পাবে বলে সূত্র জানায়। নিয়োগে মহিলাদের জন্যে কোটা রাখা হয়েছে শতকরা ৬০ ভাগ।